শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণ

১- বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ না জানা

২- অলসতা-অসচেতনতা

৩- মুখের জড়তা

৪- আঞ্চলিকতার প্রভাব

বাংলা বর্ণমালা

স্বরবর্ণ বলা হয় যে বর্ণগুলো এককভাবে উচ্চারিত হয়

স্বরবর্ণ - ১১ টি -

অ–স্বর অ

আ - স্বর আ

ই - হ্রস্ব ই

ঈ- দীর্ঘ ঈ

উ-হ্রস্ব-উ

ঊ- দীর্ঘ

ঋ- রি

এ –

ঐ- ওই

ও

ঔ- ওউ

ব্যঞ্জনবর্ণ- ৩৯ টি

ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়, যে বর্ণগুলো অন্যের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	-উয়োঁ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	-ইয়োঁ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	-মূর্ধন্য-ণ
ত	থ	দ	ধ	ন	-দন্ত-ন
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল	শ	ষ	মূর্ধন্য-ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়	- অন্তঃস্থ

অন্তঃ স্থ-য

তাল্যব-শ

দন্ত্য-স

ৎ খন্ড-ত

ং অনুসার

ঃ -বিসর্গ

ঁ -চন্দ্রবিন্দু

ধ্বনি

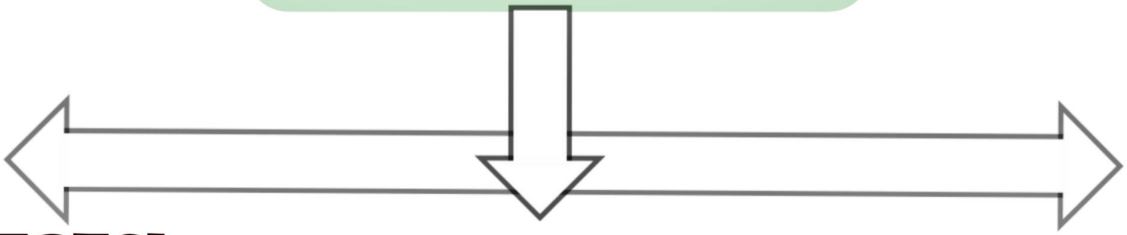

অল্পপ্রাণ		মহাপ্রাণ	
ক	গ	খ	থ
চ	জ	ছ	ঝ
ট	ড	ঠ	ঢ
ত	দ	থ	ধ
প	ব	ফ	ভ

মহাপ্রাণ ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোড়ে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন - খ,ঘ,ছ,ঝ,ঠ,ঢ,থ,ধ,ফ,ভ

অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যে ধ্বনি গুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন -ক,গ,চ,জ,ট,ড,ত,দ,প,ব

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে

১-ধীরে ধীরে কথা বলুন

২-দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে

৩-অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ গুলো ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে

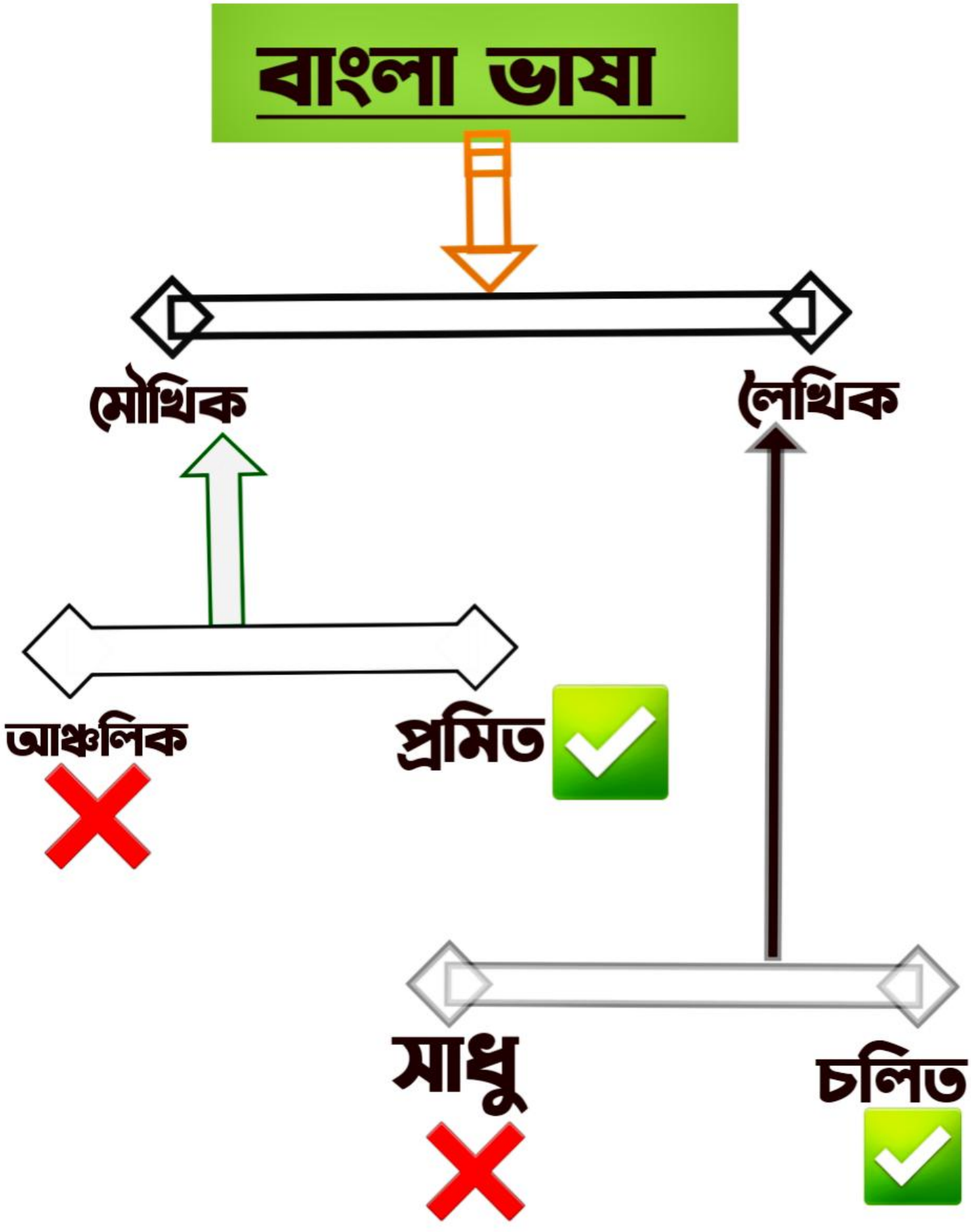

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা

কারছন্দ

২_কা-কি_ কু-কৃ_ কে-কৈ_ __কো-কৌ

এভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি দিয়ে বলতে হবে। যে যতো বলবেন তার ততো শুদ্ধ উচ্চারণ সঠিক হবে।

কারছন্দ

২_কা-কি_ কু-কৃ_ কে-কৈ_ __কো-কৌ

এভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি দিয়ে বলতে হবে। যে যতো বলবেন তার ততো শুদ্ধ উচ্চারণ সঠিক হবে।